R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

A Great News to all !
FINALLY WEB WORLD EDUCATION Introduces a six months certificate course for beginners & also for professionals.
For Details Contact at
HAQUE PHARMACY
Raghunathganj, Garighat
Ph. (03483) 66295

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
৪৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই বৈশাখ, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
২৬শে এপ্রিল, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকায় এবার জঙ্গিপুরে ফঃ ব্লক একটি আসন বেশী পেল, জোর লড়াই ১৮ ও ১৯ নম্বরে

বিশেষ প্রতিবেদক : আগামী ২৮ মে জঙ্গিপুর পুর নির্বাচনে ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে সি পি এম ১৩, আর এস পি ৩, সি পি আই ২ এবং ফঃ ব্লক ২টি আসনে লড়াই করবে। গতবারে ১৪টি আসনে সি পি এম লড়াই করলেও এবার ফঃ ব্লকের একমাত্র কমিশনার গৌতম রুদ্রর ১৭নং ওয়ার্ড তপশীল সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় সি পি এমের সঙ্গে অনেক টানাপোড়েনের পর গৌতম তাঁদের দাবী মতো আরও একটি আসন নিয়ে ১৯নং ওয়ার্ডে প্রার্থী হচ্ছেন। ফঃ ব্লক দাবী করে পুর এলাকা গতবারেই যখন ১৫টি ওয়ার্ড থেকে বেড়ে ২০টি হয় তখনই তারা ১টি আসন বেশী দাবী করে। কিন্তু তা পাইনি। তবে বর্তমানে লড়াকু কমিশনার গৌতম রুদ্রকে ১৯নং ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দিতেই সি পি এম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ঐ ওয়ার্ড ফঃ ব্লককে ছেড়ে দিলেন। গতবার ঐ ওয়ার্ডে সিপিএম প্রার্থী দিলেও হেরে যায়। পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর মতে গৌতম রুদ্রর আসন সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় আমরা আমাদেরই একটা আসন ওদের ছেড়ে দিলাম এবং সেটা শুধু এই বছরের জন্যই। ঐ ওয়ার্ডে এখনও পর্যন্ত যা খবর তাতে গতবারের জয়ী কমিশনার এস ইউ সি আই দলনেত্রী অনুরাধা ব্যানার্জী ছাড়া এবারই আর এস পি থেকে কংগ্রেসে আসা মুক্তিপ্রসাদ ধরের সঙ্গেই জোর লড়াই হবে গৌতমের। তবে জঙ্গিপুর পারের ১২টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১০টি ওয়ার্ডে সিপিএম একমাত্র পুরপতি ছাড়া সব আসনেই প্রার্থী বদল করেছে। তার মধ্যে কিছু সংরক্ষিত আসন থাকায় প্রার্থী বদল এমনিতেই করতে হয়েছে। অপর পক্ষে রঘুনাথগঞ্জ পারে তাদের ৪টি আসনের মধ্যে (শেষ পৃষ্ঠায়)

আদালত অবমাননার দায়ে মুর্শিদাবাদের ডিআইসহ তিনজনের হাজতবাস

বিশেষ প্রতিনিধি : মহামান্য আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করায় মুর্শিদাবাদের ডি আই অলক সরকার এবং রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সীমান্তবর্তী এলাকা সেখালিপুর হাই স্কুলের সম্পাদক আইনুল হক ও প্রধান শিক্ষক বদরুদ্দোজাকে হাজতবাস করতে হ'ল বলে খবরে প্রকাশ। জানা যায় দীর্ঘদিন হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকর না করায় গত ৭ এপ্রিল বিচারপতি এ, এন, রায় ঐ তিনজনকে ছয় মাসের জন্য হাজতবাসের নির্দেশ দেন। সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষককে আদালত থেকেই পুলিশি হেফাজতে নিয়ে নেওয়া হয়। ডি আইকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানোর জন্য মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত অবমাননার দায়ে এতখানি কঠোর শাস্তি হাইকোর্ট ইদানিংকালে দেয়নি বলে জানা যায়। ঐ স্কুলের শিক্ষিকা এণাক্ষী ব্যানার্জীকে অন্যায়ভাবে স্কুলে ঢুকতে না দিয়ে গত '৯৪ সাল থেকে তাঁর বেতন বন্ধ করে দেওয়ার বিরুদ্ধেই এই শাস্তি। গত '৯৯ সালের আগষ্ট মাসে বিচারপতি অজয়নাথ রায় ঐ শিক্ষিকার বেতনসহ যাবতীয় বকেয়া দ্রুত মিটিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ তা অমান্য করেন।

মহাজোট ভেস্তে যাওয়ায় বিধায়ক হাবিবুরকে দায়ী করল তৃণমূল ও বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৪ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জে বহরমপুরের সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী ও জঙ্গিপুরের বিধায়ক হাবিবুর রহমানের উপস্থিতিতে পুর নির্বাচনে কংগ্রেস—বিজেপি—তৃণমূলের যে জোট হওয়ার কথা ছিল তা শেষ পর্যন্ত হ'ল না। জানা যায় তৃণমূল—বিজেপি (শেষ পৃষ্ঠায়)

গ্রেফতার হলেন নয়া তালাসীর সম্পাদক আশিক হোসেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৪ এপ্রিল সুতী ২ ব্লকের নিমতিতার নয়া তালাসী পত্রিকার সম্পাদক আশিক হোসেনকে নানা অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা ও স্থানীয় জনৈকা মহিলার সঙ্গে অশালিন ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছে। এদিকে শ্রী হোসেন এক পত্রে আমাদের (শেষ পৃষ্ঠায়)

সজিনীপাড়া ষ্টেশনে রেল অবরোধ ও বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১০ এপ্রিল সুতী-১ ব্লকের সজিনীপাড়া ষ্টেশনে জঙ্গিপুর মহকুমা আন ব্রান্ডেড বিড়ি স্মল ট্রেডার্স এসোসিয়েশন ও পূর্ব রেলওয়ে বি, এ, কে লুপ প্যাসেঞ্জার এসোসিয়েশনের ডাকে বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে রেলরোকো ও বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। প্রধান দাবীগুলো ছিল মালদা বা ফরাক্কা থেকে সকালের দিকে এই লাইনে একটি (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই বৈশাখ বুধবার, ১৪০৭ সাল।

প্রণাম

আজ স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত দাদাঠাকুরের ১১৯তম জন্মদিন। কালের আবর্তনে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে ১৩ই বৈশাখ। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৩ই বৈশাখ তিনি ভূমিষ্ঠ হন। ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের এই দিনেই তিনি মরজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। আজ তাঁহার স্মৃতি-তর্পণে আমরা বসিয়াছি।

একদা জীর্ণ কুসংস্কারগ্রস্ত আচার সর্বস্ব পল্লীসমাজে যিনি নগ্নপদে বিচরণ করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি সেই নগ্নপদের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ চারণায় মহানগরী প্রকম্পিত করিয়াছিলেন। কথায় ও কাজে ছিল এক মহা আত্মপ্রত্যয়। তাই বিদেশী শাসকের রক্তচক্ষুকেও হেলায় অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছিলেন তিনি। স্বমহিমায় শ্রদ্ধা পাইয়াছেন মতিলাল, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, মানবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের। সর্বত্রই তিনি ছিলেন এক বিস্ময়। বঙ্গের বিদ্যোৎ সমাজের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন অগাধ ভালবাসা। এ তাঁহার স্বীয় সৃজনীশক্তি ও মননের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার 'বোতলপুরাণ' ও 'বিদূষক'-এর মাধ্যমে তিনি যেমন রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনিই নানাবিধ সামাজিক অন্যায় ও দুর্নীতির জন্য কথার চাবুকে জর্জরিত করিয়াছিলেন তাবৎ জনগণকে, যাঁহারা এই অন্যায় ও দুর্নীতির বেসাতিতে নিরত ছিলেন। তাঁহার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তথাপি তিনি অন্যায়ের সহিত আপোষ করেন নাই। তাঁহার মানসসন্তান 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় তাঁহার নির্ভীক লেখনীর দ্বারা তিনি অশ্রান্তভাবে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ব্যক্তি জীবনেও তিনি ছিলেন মরমী ও দরদী। নিজ দারিদ্রকে তিনি যেমন শান্তচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি দরিদ্রের দুঃখকষ্টে তিনি অভিভূত হইতেন।

দাদাঠাকুরের ১১৯তম জন্মবার্ষিকীতে আমরা তাঁহার কর্মনিষ্ঠা, সত্যসন্ধতা ও মরমী হৃদয়ের প্রতি জানাই প্রণতি। আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। তাঁহার আদর্শবর্তিকালোক আমাদের পাথেয় হোক।

দাদাঠাকুর তর্পণ

শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

আমার অনুভূতিতে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত এক দেব দুর্লভ চরিত্র। তিনি ছিলেন অগ্নিশুদ্ধ শুচি সুন্দর বিপ্র। তাঁর স্বরূপ উল্লেখ করলে বলা যায় 'বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি'। বহু গুণে গুণান্বিত পুরুষ তিনি। যেমন কঠোর পরিশ্রমী তেমনি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়শীল, সত্যপ্রথাশ্রয়ী, মহানুভব ও পরদুঃখ কাতর।

শিব সম ত্যাগের বিভূতি তাঁর অঙ্গ। নগ্নপদ শুভবাস শুভ্র উত্তরীয় যেন সন্ন্যাসী। কোন প্রলোভনে তিনি লুব্ধ হননি। রাজা মহারাজা তাঁকে দান দিতে চাইলে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে প্রত্যাখ্যান করেন। হিমাদ্রিতুঙ্গ শির। কোথাও তাঁর মস্তক অবনমিত হয়নি। তিনি ছিলেন যথার্থ সঙ্কটহারী শ্রীমধুসূদন। কত বিপন্ন জীবনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁদের সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেন।

জঙ্গীপুরের কানুনগো যোগেশবাবু। বলতে গেলে নিঃসহায় ব্যক্তি। গভীর রাত্রে তাঁর দারুণ হিক্কা। দাদাঠাকুর সে বার্তা পেয়ে ছুটেন ময়রার দোকানে। অনুসন্ধান করে আনেন মক্ষিকা দষ্ট বাতাসা। তা অর্দ্ধদগ্ধ করে রোগীর নাশিকায় ধরেন। সেই ধোয়ার শ্বাস গ্রহণে কানুনগোর হিক্কা রোগ দূর হয়।

জঙ্গীপুর শহরে মারাত্মক কলেরা। হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্কুল বন্ধ করে দেশে চলে যান। কিন্তু এক ছাত্র ছাত্রাবাসে মরণোন্মুখ। দাদাঠাকুরের দ্রুত পদসঞ্চার সেই ছাত্রাবাসে। সেবা ও চিকিৎসার দ্বারা তাকে আরোগ্য করেন।

দারিদ্র্যে মহান দাদাঠাকুর ছিলেন দানশীল পরোপকারী। তাঁর শিক্ষা গুরু পণ্ডিতমশায়। বৃদ্ধ বয়সে আফিং খাওয়ার নেশা। অবসর নেওয়ার পর তদানিন্তন সম্পাদক মাসিক দশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পরবর্তী সম্পাদক তা বন্ধ করে দেন। পণ্ডিতমশায় তা চালু করার জন্য পরিচালক মণ্ডলীর কাছে আবেদনে উদ্যোগী হন। শরৎ পণ্ডিত উপলব্ধি করেন বৃথা এ আবেদন। তিনি নিজেই প্রতি মাসে দশ টাকা M. O. যোগে পাঠান।

দাদাঠাকুরের মহানুভবতার এক সত্য ঘটনার উল্লেখ করি। জঙ্গীপুর হাই স্কুলের প্রশ্নপত্র ছাপানর প্রাপ্য টাকা নিতে যান অফিসে। সেখানে দেখেন স্কুলের দপ্তরী তাঁর শয্যাশায়ী স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য অর্থ প্রার্থী। কিন্তু তাঁর প্রার্থনা পূরণ হয়না। তখন দুঃখীর দেবতা দপ্তরীকে প্রশ্নপত্র ছাপানর প্রাপ্য টাকা দান করেন। পূর্ববঙ্গের এক তালুকদার সরকারের দপ্তরে টাকা জমা দিতে না পারায় মহাসঙ্কটে পড়েন। সম্পত্তি নিলামে উঠার উপক্রম। দাদাঠাকুরের কর্ণে সে বার্তা পৌঁছে। তার হাতেও তখন টাকা নাই। তবু তিনি তাঁর এক বিশ্বাসী বন্ধুর কাছ থেকে হ্যাণ্ড নোট লিখে দিয়ে পাঁচশ' টাকা ঋণ নেন। তারপর তালুকদারের হস্তে তুলে দিয়ে তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

বিদ্যোৎসাহী ছাত্রবৎসলও ছিলেন দাদাঠাকুর। কত বিদ্যার্থীকে গ্রন্থের মূল্য, স্কুলের বেতন, তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কোন পিতা অর্থাভাবে পুত্রকে পড়াতে অক্ষম শুনলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার লেখা পড়ায় উদ্যোগী হন।

শরৎ শর্মা ছিলেন যথার্থ সমাজ সংস্কারক। সমাজের দুষ্ট ব্রণ পরিণয়ে পণ প্রথা। এই কুৎসিত প্রথার উচ্ছেদের জন্য তিনি ক্ষুরধার লেখনী তুলে ধরেন। তিনি পুত্রদের বিবাহে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কাছে কপর্দকও গ্রহণ করেননি। কলেরার গৃহে গমন ও কলেরায় মৃত শবদাহে কেউ যেতে চায় না। দাদাঠাকুর আপনি আচরি সকলকে শিক্ষা দেন। বহু ক্ষেত্রে তিনি শ্মশান বন্ধুর ভূমিকা নেন।

প্রতিভা, মনীষা, বৈশিষ্ট্যে বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব দাদাঠাকুর। তাঁর রচনা ছিল প্রাঞ্জল, রসমাধুর্য্য কৌতুকপূর্ণ অনুপ্রাস লালিত্যে অতুলনীয়। তিনি যেন চারণ কবি। কলকাতার ভুল গানটি তাঁর রসরম্য এক অপূর্ব সৃষ্টি। ঐ গানটি শ্রবণ করে সার্বভৌম কবি রবীন্দ্রনাথ প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁর রসাত্মক কবিতা শুনে তৃপ্তির সুধাসমুদ্রে অভিস্নাত হন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য— "খুব তেজস্বী ব্রাহ্মণ, বেশ মিষ্টি করিয়া সকলকে হক কথা শোনাইয়া দেন।"

আদর্শে মহান ছিলেন শরৎচন্দ্র শর্মা। জজ, হাকিম, উকিল যাকেই (৩য় পৃষ্ঠায়)

তাদের জন্য দাদাঠাকুর

স্মরণ দত্ত

যারা হাসতে বা হাসাতে ভুলে গেছে
যারা কথা দিয়ে কথা রাখতে ভুলে গেছে
যারা অসৎকে জবাব দিতে ভুলে গেছে
যারা ভুলে গেছে
বাঙলা কি—বাঙালি কি—বাঙালীত্ব কি
তাদের মন্ত্র দাদাঠাকুর
পাঠ নেওয়ার জন্য
তাদের ফল দাদাঠাকুর
স্বাদ নেওয়ার জন্য
তাদের মাঝি দাদাঠাকুর
পার হওয়ার জন্য।

List of Works of N. I. T. No. 1 Under Ganga Anti Erosion Division No. I Raghunathganj, During the Year 2000-2001

Circulated Vide this Office No. 400 (23) Dated 04.042000.

1. Last date of receipt of application for purchasing Tender papers is 24. 04. 2000 upto 16.00 Hrs.
2. Last date of issue of tender papers is 26. 04. 2000 upto 16.00 Hrs.
3. Date of receipt of Tender papers is 28. 04. 2000 upto 14.00 Hrs. and opening on the same day i. e. on 28. 04. 2000 after 14.00 Hrs.
4. Place from where tender papers are to be obtained :— Office of the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Divn. No. I, Raghunathganj.
5. Place where tender papers are to be submitted & opened :— Office of the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division No. I, Raghunathganj.

Sl. No.	Name of the work	Amount put to Tender	Earnest Money to be deposited.	Tender Form No.	Cost of Tender papers.	Time allowed for completion of work.	Eligibility of Agency.	Tender accepting authority.
1.	Maintenance and repair to the damaged bed bar no. N 2 on the right bank of river Ganga/Padma at Mouza. Anupnagar P. S. & Block Samserganj, Murshidabad under Ganga Anti Erosion Sub-divn. No. III during the year 2000-2001 (Phase-I)	Rs. 9,49,711/-	Rs. 18,994/-	2911 (ii)	80+5 =85/-	20 days.	Reserved for enlisted Class-I Contractors of I & W. D.	SE (I)/C. I. C.
2.	— Do — (Phase-II)	Rs. 9,49,711/-	Rs. 18,994/-	2911 (ii)	85/-	20 days.	— Do —	— Do —

N. B. 1. Details of Tender papers may be seen from the Office of the undersigned at any working days upto 16.00 Hrs.
2. Only Class-1 enlisted agencies of the I & W. Department are eligible to apply in the Office of the undersigned.

Sd/-
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Divn. (I)
Raghunathganj, Murshidabad.

Memo No. 400 A (3) Date 4/4/2000

দাদাঠাকুর তর্পণ (২য় পৃষ্ঠার পর)

আদর্শচ্যুত দেখেছেন তখনই তাঁর তূণের তীক্ষ্ম শর তাঁর উপর নিক্ষিপ্ত হয়েছে। রাজা, মহারাজা, জজ, লাটসাহেবও তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেছেন। আশৈশব আমি তাঁর সান্নিধ্যে ধন্য। বার বার তাঁর চরণ ধূলায় ধূসর হয়েছি। তাঁর আবির্ভাব দিবসে অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করি মহাপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

হৃদয় দেউলে তব বিরাজে বিগ্রহ
হে ঠাকুর অঞ্জলি লহ মোর লহ।

জেলা কনট্রাকটরস্ এ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় অক্সিজেন সিলিণ্ডারের ব্যবস্থা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা কনট্রাকটরস্ (বিল্ডার্স) এ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ও জঙ্গিপুর মহকুমা শাখার তত্ত্বাবধানে দিবারাত্র অক্সিজেন সিলিন্ডার ন্যায্য দামে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক পরিমল মিত্র জানান, বহরমপুরের সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীর উদ্যোগে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহকুমা প্রতিনিধি মুক্তিপ্রসাদ ধর এই ব্যবস্থার পরিচালনায় থাকবেন বলে জানা যায়।

ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে আইএনটিইউসি জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৭ এবং ১৮ এপ্রিল ফরাক্কা এনটিপিসি ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন সিআইটিইউ-এর সাতজন এবং আইএনটিইউসির সাতজন। নির্বাচনের ফলাফলে আইএনটিইউসির সাতজন প্রার্থীই বিপুল ভোটে জয়ী হন। ১৮ এপ্রিল সন্ধ্যেয় ফলাফল ঘোষণার পর ফিল্ডহোস্টেল, টিটিএস টাউনশিপে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়।

সম্পাদক গ্রেপ্তার (১ম পৃষ্ঠার পর)

জানিয়েছেন জেলার বৃহত্তম বিড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠান পতাকা বিড়ির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংবাদ পরিবেশন ও ঐ সংস্থার কর্মীদের ইউনিয়ন তৈরীর চেষ্টায় উৎসাহ দেবার কারণে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ঐ সংস্থা এইসব মিথ্যা মামলা সাজিয়ে তাকে হেনস্থা করতে চাইছে। এ বিষয়ে পতাকা বিড়ি সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার রেজাউল করিম জানান, তাঁদের সংস্থার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অপপ্রচার, মানহানিকর মিথ্যা সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকা পরিচালকের বিরুদ্ধে কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে দুটি ও হাইকোর্টে একটি মানহানির মামলা তাঁরা করেছেন। জঙ্গিপুর আদালতে আনা ফৌজদারি মামলাগুলির সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই।

রেল অবরোধ ও বিক্ষোভ (১ম পৃষ্ঠার পর)

কলকাতাগামী ট্রেন চালু, কাটোয়া থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত ডবল বৈদ্যুতিক লাইন, সজিনীপাড়া ষ্টেশনে এক্সপ্রেস ট্রেনের ষ্টপেজ, জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে জেনারেটরের ব্যবস্থা, মিঞাপুরে ওভারব্রীজ ইত্যাদি। সুতীর বিধায়ক মহঃ সোহরাব, অরঙ্গাবাদের বিধায়ক হুমায়ুন রেজা, প্যাসেঞ্জার এসোসিয়েশনের সভাপতি পরবর্ধি মুখার্জী এবং আন ব্রাণ্ডেড বিড়ি এসোসিয়েশনের সম্পাদক মইনুল হক এই অন্দোলনে অংশ নেন। মালদা ডিভিশনের ডি, আর, এমের প্রতিশ্রুতিতে প্রায় চার ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

হাবিবুরকে দায়ী করল তৃণমূল-বিজেপি (১ম পৃষ্ঠার পর)

যে আসন চাই কংগ্রেস তা ছাড়তে নারাজ। এছাড়া জোটের ব্যাপারে অধীর বা হাবিবুর কেউই তেমন আগ্রহ দেখাননি। বিজেপির পৌর মণ্ডলের সভাপতি আশিস সিংহ রায় মন্তব্য করলেন—জোট ভেঙ্গে মৃগাঙ্কবাবুর মুখের মিলিয়ে যাওয়া হাসি ফিরিয়ে দিল হাবিবুর। অন্যদিকে তৃণমূল নেতা সেখ ফুরকানের ক্ষোভ—আগামী ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হাবিবুর নিজের আসনকে টিকিয়ে রাখতে মৃগাঙ্কর সঙ্গে বোঝাপাড়া করে পুরসভা সিপিএমকে ছেড়ে দিল।

জোর লড়াই ১৮ ও ১৯ নম্বরে (১ম পৃষ্ঠার পর)

দুটিতে জয়ী প্রার্থী শত্রুঘ্ন সরকার ও আবদুল হাকিম গজনভীকেই পুনরায় প্রার্থী করেছে। আরএসপি ৫, ১০ ও ২০নং ওয়ার্ডে কাকে প্রার্থী দেবে তা চূড়ান্ত করতে নাপারায় ঐ তিন ওয়ার্ড ছাড়া বাকী ১৭টি ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করা হ'ল। গতবার পুরভোটে সিপিএম ১৪টিতে প্রার্থী দিয়ে জেতে ৯টি আসনে, আরএসপি ৩টিতে প্রার্থী দিয়ে জেতে ১টিতে, সিপিআই ২টিতে প্রার্থী দিয়ে ২টিতেই জেতে এবং ফঃ ব্লক ১টিতে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে জয়ী হয়। বাকী ৭টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস জেতে ৬টিতে এবং এসইউসিআই ১টিতে।

বাম প্রার্থীদের নাম ঃ ওয়ার্ড ১ মহঃ আসাদুল্লাহ (সিপিএম), ওয়ার্ড ২ হাসিনা বিবি (সিপিএম), ওয়ার্ড ৩ আলী মহম্মদ আনসারী (সিপিএম), ওয়ার্ড ৪ রফিকুল সেখ (সিপিএম), ওয়ার্ড ৫ ..... (আরএসপি), ওয়ার্ড ৬ আবদুল গাফ্ফার (সিপিএম), ওয়ার্ড ৭ নিয়ামত আলী (সিপিএম), ওয়ার্ড ৮ জাহানারা বেগম (সিপিএম), ওয়ার্ড ৯ শৈলেন মুখার্জী (সিপিএম), ওয়ার্ড ১০ .....(আরএসপি), ওয়ার্ড ১১ সাউজার বিবি (সিপিএম), ওয়ার্ড ১২ মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য (সিপিএম), ওয়ার্ড ১৩ নন্দদুলাল হালদার (সিপিএম), ওয়ার্ড ১৪ আবদুল হাকিম গজনভী (সিপিএম), ওয়ার্ড ১৫ শর্মিষ্ঠা সরকার (সিপিআই), ওয়ার্ড ১৬ শুভ্রা সাহা (সিপিআই), ওয়ার্ড ১৭ দুলাল হালদার (ফঃ ব্লক), ওয়ার্ড ১৮ শত্রুঘ্ন সরকার (সিপিএম), ওয়ার্ড ১৯ সুনীথ চ্যাটার্জী (ফঃ ব্লক), ওয়ার্ড ২০.....(আরএসপি)।

শেষ খবরে জানা যায় ১৯নং ওয়ার্ডে এবার গৌতম রুদ্রর দাঁড়ানো হচ্ছে না তিনি সরকারী চাকরী করায়। তাঁর জায়গায় সুনীথ চ্যাটার্জী প্রার্থী হয়েছেন। এছাড়া ১৮নং ওয়ার্ডে শত্রুঘ্ন সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ইন্দ্রজিৎ ঘোষাল। কংগ্রেস সেখানে কোন প্রার্থী দিচ্ছে না।

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়ায় সদর রাস্তার উপর বাড়ীর সংলগ্ন জায়গা সমেত বাড়ী বিক্রয় হইবে।

অধ্যাপক জয়কৃষ্ণ স্কুল
বাজারপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া ধনঞ্জয় কাদিয়া অচিন্ত্য মনিয়া

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত